পলিসি ব্রিফ
৭৯/ ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

প্রেক্ষাপট

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে। ২০১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত উক্ত গর্বেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হল।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়,সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও অভিন্ন নীতিমালা বা নির্দেশিকার অনুপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া নিয়োগের চাহিদা সঠিকভাবে তৈরি ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ঘাটতি, সিন্ডিকেট কর্তৃক ইচ্ছামাফিক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও পরিবর্তন এবং নিয়োগ কমিটি গঠন, নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষের পক্ষে প্রভাবিতকরণ, আবেদনপত্রের সাথে জমাকৃত নথির বিপরীতে প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা না থাকা, নিয়োগ বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা সমর্থক হওয়া ও নিয়োগের সময়ে মেধা ও যোগ্যতাকে মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা না করে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রার্থীদের নিয়োগে প্রাধান্য দেওয়া এবং পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়োগ কমিটির সভাপতি কর্তৃক প্রভাবিত করার সুযোগ থাকার তথ্য গবেষণায় উঠে আসে। প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল যাচাই ও অভিযোগ দায়েরের সুযোগ না থাকা এবং নিয়োগ পরীক্ষার নম্বরসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রার্থীদের জানার সুযোগ না থাকায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ও যোগ্য প্রভাষক নিয়োগ ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। গবেষণায় প্রাপ্ত এসব তথ্যের আলোকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায়সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করছে:

সুপারিশ

১.পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন

প্রভাষক নিয়োগের জন্য উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ন্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। উক্ত নীতিমালায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

১.১. নিয়োগ চাহিদা যাচাই ও উপস্থাপন

বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকদের কর্মভার সঠিকভাবে বিবেচনা করে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা উপস্থাপন করতে হবে। নিয়োগের চাহিদা সঠিকভাবে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চাহিদা তৈরি ও যাচাইয়ের জন্য কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.২. আবেদনের যোগ্যতা সুনির্দিষ্টকরণ

প্রভাষক পদে আবেদন করার যোগ্যতা বা নিয়ম পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে 'বিশেষ যোগ্যতা উল্লেখের মাধ্যমে প্রাধান্যের সুযোগ' না রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে অপরিহার্য ক্ষেত্রে 'বিশেষ যোগ্যতা' বলতে কী বোঝানো হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

১.৩. নিয়োগ কমিটি গঠন

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগ কমিটি গঠনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত নীতিমালায় নিয়োগ কমিটিতে যেসব বিশেষজ্ঞ থাকবেন তাদেরকে কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনয়ন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। বিদ্যমান নিয়োগ বোর্ড বা কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে। কমিটিতে যাঁরা থাকবেন: ক. সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন (যিনি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাবেন); খ. সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান; গ. সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক (চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি হলে অন্য শিক্ষক) যাকে পর্যায়ক্রমে এক বছরের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা; ঘ. সংশ্লিষ্ট বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ।

১.৪. বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র, নিউজ পোর্টাল বা জব পোর্টাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের/বিভাগীয় ওয়েবসাইটসহ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সর্বাধিক প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। আবেদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে।

১.৫. নথি প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্রের সাথে নথিপত্র জমা দেওয়ার পরে তার প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা নেই সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিপত্র প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্তি স্বীকারের পদ্ধতি থাকতে হবে। ।

১.৬. প্রার্থীতা মূল্যায়নের পদ্ধতি ও ধাপসমূহ

স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রার্থীতা মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রার্থীদের আবেদন সাপেক্ষে তা জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.৭. নিয়োগ পরীক্ষা কাঠামো ও নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া

নিয়োগ পরীক্ষায় অ্যাকাডেমিক ফলাফল, ডেমোন্সট্রেশন ক্লাস/উপস্থাপনা ও মৌখিক পরীক্ষায় আলাদা নম্বর রাখাসহ সকল অংশে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে। নম্বর প্রদান প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি (ফরমেট) থাকতে হবে এবং নম্বর দেওয়ার পরে তার নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.৮. নোট অব ডিসেন্ট

'নোট অব ডিসেন্ট'কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। সিন্ডিকেটে নোট অব ডিসেন্টের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বাধ্যবাধকতা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১.৯. অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি

নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্তি স্বীকারসহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কার্যকর নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.১০. তথ্যের উন্মুক্ততা

প্রার্থীদের আবেদন সাপেক্ষে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে বিশেষ করে প্রার্থীদের অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা ও নিয়োগ পরীক্ষায় সকল ধাপের ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.১১. বিধি লঙ্ঘনে জবাবদিহিতা

নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহিতা ও শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এতে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগে ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড ও নিয়োগ প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকবে। এক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, ভালো অ্যাকাডেমিক ফলাফল ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, যেমন - বিভাগীয় প্রধান ও ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা, কর্মজীবনের রেকর্ড ইত্যাদি যাচাইসহ বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মতামত নেওয়া ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

৩. শিক্ষক সমিতির কার্যক্রম সীমিতকরণ

শিক্ষক সমিতির কার্যক্রম শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে কেবল পেশাগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষক সমিতির এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধকরণ

বার্ষিক পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে, যেমন - প্রশ্নপত্র তৈরি ও খাতা মূল্যায়নে একাধিক শিক্ষক নিয়োজিত থাকা নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh